তারিখ .. 01 MAR. 2017 ...
পৃষ্ঠা ...৫... কলাম ...৬....

যুগান্তর

সুধা রামাচন্দ্রন

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দেয়াল ট্রাম্পের জন্য শিক্ষা

বসবাসকারীদের সঙ্গে সীমান্তের উভয় পাশে বিভিন্ন ধরনের যোগাযোগ ও সম্পর্ক রয়েছে। কিছু যোগাযোগ নতুন আর কিছু কয়েক শতাব্দীর পুরনো।

এই বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের মোটামুটি ৭০ ভাগ আট ফুট উঁচু কাঁটাতারের বেড়া ও বৈদ্যুতিক সংযোগসম্পন্ন। এটি একটি আতংকজনক স্থাপনা হওয়া সত্ত্বেও তা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে আত্মীয়দের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং কাজের সন্ধানে বা উন্নত জীবিকার তাগিদে ঝুঁকিপূর্ণ সফর থেকে বাংলাদেশীদের নিরুৎসাহিত করতে পারেনি। চোরাকারবারি, মাদক বহনকারী, মানব পাচারকারী ও গরু ব্যবসায়ীরা সীমান্তের উভয় পাশ থেকেই নিজেদের বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে, এমনকি দুই দেশের সীমান্ত রক্ষীদের সহায়তায় সেটা করা হচ্ছে।

হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ও 'ভায়োলেন্ট বর্ডারস : রিফিউজি অ্যান্ড দ্য রাইট টু মুভ' বইয়ের লেখক রিস জোনসের পর্যবেক্ষণ হল : 'সীমান্তে বেড়াগুলো অভিবাসী আগমন বন্ধে খুব কমই কাজ করে থাকে।' তিনি বলেন, অনেক সীমান্ত 'অনেক দীর্ঘ এবং খুবই হালকাভাবে পাহারা দেয়া হয়, ফলে ওই স্থান দিয়ে মানুষের চলাচলে কোনো প্রভাব পড়ে না।'

অভিবাসী পার হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ একটি অঞ্চল খুলনার একজন আইনজীবী দ্য ডিপ্লোমেটকে জানিয়েছেন, 'সীমান্তের বেড়া খুব বেশি জোরালো নয়।' যেখানে সীমান্ত এলাকায় নদী আছে (১ হাজার ১১৬ কিলোমিটার) সেখানে কোনো বেড়া নেই। বাংলাদেশের সঙ্গে আসামের সীমান্তের ৪৫ কিলোমিটারই ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে, যে নদটি প্রতি বছরই দিক পরিবর্তন করে। স্থায়ী একটি বেড়া সেখানে নির্মাণ কখনও সম্ভব নয়। এবং যদিও টহল বোট মোতায়েন আছে, কিন্তু সেখানে মানুষের পারাপার পর্যবেক্ষণ করা খুবই কঠিন। ফলে দুই দেশ থেকে সীমান্তরক্ষীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে মানুষ সহজেই পার হয়ে যায়।

পাশাপাশি 'কাঁটাতারের বেড়ার অনেক স্থানে ভুয়া ডকুমেন্ট বা ঘুষ দিয়ে পার হওয়ার কিছু নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে' বলে জানান জোনস। তিনি বলেন, যখন একটা সীমান্ত দেয়াল বা বেড়া মানুষের চলাচলের ধরনে পরিবর্তন আনে, তখন এটি চলাফেরাকে বন্ধ করতে পারে না। তার মতে, সন্ত্রাসীদের ভারত থেকে দূরে বেশিরভাগই এমন মানুষ যারা সীমান্ত এলাকায় নিজের জমি চাষ করার জন্য গেছেন বলে বাংলাদেশী ওই আইনজীবী জানিয়েছেন। ওইসব নিহত বাংলাদেশীর অনেকে ভারতে আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে দেশে ফিরছিলেন।

পরিবার ও জাতির ওপর বিড়ম্বনা এবং ক্ষোভ তৈরিই হচ্ছে সীমান্তের বেড়ার প্রভাব। রিস জোনস বলেন, অতীতে মানুষ সহজভাবে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে আত্মীয়দের দেখতে যেতে পারত। কিন্তু বেড়ার সংস্কৃতি চালু হওয়ার পর তাদের সীমান্ত পার হওয়ার জন্য চোরাকারবারি ও মানব পাচারকারীদের অর্থ দিতে হচ্ছে এবং বিএসএফের হাতে জীবনকে হুমকির মুখে ফেলতে হচ্ছে। তাহলে কেন সরকারকগুলোর কাছে, বিশেষ করে ক্ষুদ্র অজাতীয়তাবাদী সরকারের কাছে সীমান্তে বেড়া দেয়া বা দেয়াল তৈরি করা, এমনকি বিদেশীদের সম্পর্কে ভয় এত জনপ্রিয়? সীমান্তের বেড়াগুলোকে 'জাতীয়তাবাদী প্রতীক' বলে চিহ্নিত করেছেন জোনস। তিনি বলেছেন, সেগুলো অন্য জাতিকে আলাদা করার ধারণার প্রতিনিধিত্ব করে। যেমন, বাংলাদেশ-ভারতের ক্ষেত্রে মুসলিম বাংলাদেশীদের আর ট্রাম্পের পরিকল্পিত দেয়ালের ক্ষেত্রে মেক্সিকানদের আলাদা করার ধারণা রয়েছে এতে।

ওই আইনজীবী বলেছেন, তারা একটা সরকার গঠন করেছে, যাকে দেখতে কঠোর মনে হয় এবং কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে কথিত অবৈধ ও বহিরাগতদের হাত থেকে নিজেদের জনগণকে রক্ষা করার জন্য।

জোনসের মতে, বেড়া বা দেয়াল যে প্রভাব ফেলছে তা হল, ভারত বা যুক্তরাষ্ট্রব্যাপী অভিবাসীদের জীবনকে আরও হুমকির মধ্যে ফেলে দেয়া। অভিবাসীদের দূরে রাখার বিপরীতে বেড়াগুলো অবশ্যই মানুষকে সাময়িক অবৈধ অভিবাসী থেকে কাগজপত্রহীন স্থায়ী বসবাসকারীতে রূপান্তর করে। ভারতের কাঁটাতারের বেড়া বাংলাদেশের সঙ্গে উষ্ণ সম্পর্কের চেয়ে নেতিবাচক প্রভাবই তৈরি করেছে। বাংলাদেশীদের চোখে ওই বেড়া ভারতের ইমেজকে 'দমনপ্রিয় বড়ভাই' হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বেড়া নির্মাণকে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের চেয়ে দূরের পদক্ষেপ হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। বেড়াকে দেখা হয় অবিশ্বাসের আঞ্চলিক যোগাযোগ ও সহযোগিতার ধারণার আরও বেশি বিরুদ্ধে চলে গেছে।

দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিতে যেসব সমস্যা এ অঞ্চল সাধারণভাবে এবং বাংলাদেশ বিশেষভাবে মোকাবেলা করছে, বেড়া সেগুলোকে কেবল আরও গুরুতরই করছে। বাংলাদেশ নিচু অঞ্চলে অবস্থিত একটি দেশ। সমুদ্র স্তর এক মিটার বৃদ্ধি পেলে এর এক-পঞ্চমাংশ ভূখণ্ড তলিয়ে যাবে। এই শতাব্দীর শেষে এটা ঘটতে পারে। ফলে বাংলাদেশের জনগণের ভাগ্য নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। ভারত তিন দিক থেকে দেশটিকে ঘিরে আছে এবং সীমান্তের বেড়া এর জনগণকে ঘুষি মারছে। বাংলাদেশের সবচেয়ে ভোগান্তির শিকার হতে যাওয়া উপকূলীয় জেলাগুলো হল— খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট, যা ভারত সীমান্তে অবস্থিত। শস্য ও বাড়িঘর পানির নিচে চলে গেলে মানুষগুলো কোথায় যাবে?

এ সমস্যায় ভারত অন্ধ হয়ে বসে থাকতে পারবে না। এ আচরণ কেবল অমানবিকই হবে না, সমুদ্র স্তর বৃদ্ধিতে বাংলাদেশের বেলায় যেমন ধ্বংসাত্মক ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, ভারতের ক্ষেত্রেও তা-ই হবে। কিছু গবেষণায় বলা হয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনের মারাত্মক ঝুঁকির তালিকায় থাকা দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতও রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে বাংলাদেশ থেকে দূরে সরে যাওয়ার পরিবর্তে ভারতের উচিত তাদের সঙ্গে সহায়তা করা। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রথম পদক্ষেপ হতে পারে ভারতের দেয়া কাঁটাতারের বেড়া অবশ্যই তুলে নেয়া। কিন্তু দেয়াল তুলে নেয়া তা তৈরি করা থেকে বেশি কঠিন। এজন্য রাজনৈতিক ইচ্ছা ও মানসিকতার পরিবর্তন আবশ্যক। সর্বোপরি এটা স্বীকার করে নেয়া দরকার যে, বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের বেড়া উভয় দেশের জনগণের জন্য খুব কমই নিরাপত্তা দিতে পেরেছে, বরং এটি নিরাপত্তাহীনতার উৎসে পরিণত হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, দেয়ালের ওপর লেখাটি কি ট্রাম্প বুঝতে আদৌ সক্ষম হবেন?

দ্য ডিপ্লোমেট থেকে অনুবাদ : **সাইফুল ইসলাম**

ড. সুধা রামাচন্দ্রন : *বেঙ্গালোরভিত্তিক ফ্রিল্যান্স গবেষক ও সাংবাদিক এবং দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক*